যে হাঁড়িতে, ধান্য ছিল দাহা ভূমে ঢালি।
দাসীকন্যা টাকাগুলি ল'য়ে গেল চলি।।
*ঝাঁল কোমরেতে বাঁধে এমন সময়।
লক্ষ্মীমাতা গৃহদ্বারে হ'লেন উদয়।।
মাতা বলে 'ধান্য ঢালি কি করিস্ ঘরে।'
বলিতে বলিতে দাসী চলিল বাহিরে।।
বাহিরেতে গিয়া দাসী দ্রুত গতি ধায়।
দৌড় দিয়া পড়িল সে বাড়ীর নীচায়।।
বৃক্ষ আদি নাহি আর নাহি তৃণ বন।
বসতি মাটির নীচে ধান্য উপার্জন।।
পলাইতে নাহি পারে বেগে চলি যায়।
দু-চারি পা যায় আর ফিরে ফিরে চায়।।
লক্ষ্মীমাতা বলে 'এত করিয়া মমতা।
মোরে থু'য়ে টাকা ল'য়ে তুই যাস্ কোথা?'
আরো বেগে ধায় দাসী উত্তর না দেয়।
ঠাকুরাণী গিয়া তাহা ঠাকুরে জানায়।।
"আপনি আছেন হেথা দাসী ছিল ঘরে।
আমি গিয়েছিনু মেয়ে রেখে কার্য্যান্তরে।।
শূন্য ঘর পেয়ে গেল টাকা ল'য়ে চলি।
ধান্যভাণ্ডে টাকা ছিল ধান্য ফেলে ঢালি।।
অই যায় চোরা কন্যা টাকা ল'য়ে যায়।
দ্রুতগতি যায় আর ফিরে ফিরে চায়।।
এইজন্য বুঝি মাতাপিতা বলেছিল।
তিনশত টাকা ল'য়ে অই যে চলিল।।"
কেহ বলে 'টাকা নিল চোরে ধরে আনি।'
ঠাকুর বলেন "নাহি ব'ল, হেন বাণী।।
পিতার থাকিলে ধন পুত্র কন্যা পায়।
ধন-ধান্যে ইহা বই আর কিবা হয়।।
ছিল ধন নিল কন্যা তা'তে কিবা ক্ষতি।
দেখি ধন বিনা মোর কিবা হয় গতি।।

*ঝা'ল—কোমরে বাঁধিবার দীর্ঘ থলে।

নিজ কন্যা হ'তে আরো ধর্মকন্যা ভারি।
কন্যা নিল পিতৃধন কেবা কয় চুরি?
ধর্মকন্যা ধর্মে দিল ধর্মে নিল ধন!
ধর্মের নিকটে নাহি অধর্ম কখন।।
ধর্ম করিয়াছে কর্ম অধর্ম এ নয়।
কন্যাকে বলিলে চোর অধর্ম সঞ্চয়।।
আগে কন্যা বলি যারে করিলা বিশ্বাস।
এবে চোরা বলিলে বিশ্বাস-ধর্ম-নাশ।।
লক্ষ্মীদেবী থাকে সদা ধর্মের আশ্রয়।
ধর্মের সহিত অর্থ লক্ষ্মী যে জোগায়।।
এই ধন ছিল সেই লক্ষ্মীর গোচরে।
সেই লক্ষ্মী এই ধন দেখাইল তারে।।
সর্ব্বান্তর্য্যামিনী লক্ষ্মী সব জান্তে পারে।
জেনে সেই লক্ষ্মী কেন যান' স্থানান্তরে।।
যবে টাকা ল'য়ে যায় লক্ষ্মী দৃষ্টি করে।
দেখে কেন সেই লক্ষ্মী ধরিল না তারে?
ধর্ম মাতাপিতা যার লক্ষ্মী নারায়ণ।
সে কেন পাবে না বল এ সামান্য ধন?
কন্যা নিল টাকা তা'ত পরে লয় নাই।
তব মনে যাহা প্রিয়ে, মম মনে তাই।।
ধন উপার্জন করে বসিয়া খাইতে।
দেখি মোরা ধন বিনে পাই কিনা খেতে।।
খেতে কি দিবে না কৃষ্ণ সৃষ্টি করে জীব?
এই ধন বিনা মোরা হ'ব কি গরীব?
কোথা হতে আসে ধন কোথা চলে যায়।
কেবা দেয় কেবা লয় কে চিনে তাঁহায়?
এই ধন ফিরিতেছে সব ঘরে ঘরে।
কোথা কা'র ধন ইহা কেবা রক্ষা করে?
ধনেশ কুবের ছিল কনক-লঙ্কায়।
ধনচ্যুত করি তা'কে রাবণ তাড়ায়।।
রাবণের গৃহে লক্ষ্মী করিত রন্ধন।
ইন্দ্র মালাকার অশ্বরক্ষক শমন।।